ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

সম্পর্কে সম্ভাব্য কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রশ্ন: দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ কী?

উত্তর: দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ হচ্ছে বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ সেবামূলক খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতার চিত্র তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণ করা হয়ে থাকে।

২. প্রশ্ন: খানা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানা প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ জরিপে একটি খানায় তথ্য সংগ্রহের পূর্ববর্তী এক বছরের মধ্যে কমপক্ষে ছয় মাস ধরে বসবাস করেছেন এমন ব্যক্তিকে ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

৩. প্রশ্ন: সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ এর জরিপ পদ্ধতি কী?

উত্তর: এই জরিপে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে Three Stage Stratified Systematic Sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multi-Purpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করা হয়। সারা দেশের ৬৪টি জেলার ৩৫০টি পিএসইউ-এর গ্রাম বা মহল্লা বাছাই করা হয়, যার মধ্যে ২১০টি পল্লি এবং ১৪০টি নগর এলাকায় অবস্থিত।

জরিপের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়:

১. প্রথম পর্যায়ে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি স্তর থেকে পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা নির্বাচন করা হয়।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা কয়েকটি segment-এ ভাগ করে একটি segment দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত segment-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু বা landmark হতে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে ১০০ খানার তালিকা (লিস্টিং) করা হয়। যেসব গ্রাম বা মহল্লায় খানার সংখ্যা ১০০-এর কম সেসব ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট গ্রাম বা মহল্লার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা মহল্লা (একই মৌজায় অবস্থিত) থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা যোগ করে ১০০ খানার তালিকা সম্পন্ন করা হয়।

৩. তৃতীয় পর্যায়ে তালিকা থেকে Systematic Sampling পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি পিএসইউ থেকে জরিপের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা হলে ২২টি, পৌরসভা এলাকা হলে ২৩টি ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা হলে ২৫টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচিত খানাগুলো হতেই একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৪. প্রশ্ন: নমুনা আকার নির্ণয় পদ্ধতি কি?

উত্তর: জরিপে নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়।[১]

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,

n= নমুনার আকার

p= ঘুষ দেয়া খানার হারের অনুপাত

z= Sample Variate যার মান ৯৫% confidence interval-এ ১.৯৬

e= Margin of error[২]

[১] ২০১০ সালের জরিপে ঘুষ দেওয়া খানার হার ছিল ৭১.৯% এবং SE ছিল ১.৩ এবং design effect ১.৫৩। সে হিসেবে সূত্রের মাধ্যমে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়।

প্রথমে পল্লি এলাকায় ৬০% এবং নগর এলাকায় ৪০% নমুনা ধরে বিভিন্ন স্তরে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্তরের (strata) মোট খানাকে Square Root transformation করে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multi-Purpose Sampling Frame (IMPS) এর ১,০০০ Primary Sampling Unit (PSU) থেকে সারা দেশের ৬৪টি জেলার ৩৫০টি পিএসইউ-এর গ্রাম বা মহল্লা দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। এই ৩৫০টি পিএসইউ সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা ১৮টি স্তরে অবস্থিত এবং সেখান থেকে খানা নির্বাচন করা হয়। নমুনায়নের ক্ষেত্রে Non-response বিবেচনায় রেখে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ২২টি, পৌরসভা এলাকায় ২৩টি এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৫টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এর ভিত্তিতে সমন্বয়কৃত (adjusted) নমুনার আকার হয় ৭,৯০৬।

তথ্যের সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে এবং সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এই নমুনা আকার যথেষ্ট। তার মধ্যে ৭,৫৫৪টি (৯৫.৫%) খানায় জরিপ করা সম্ভব হয়। বাকি ৩৫২টি (৪.৫%) খানা নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকা (৩.২%, ২৫৭টি খানা) বা তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় (১.৩%, ৯৫টি খানা) জরিপ করা সম্ভব হয়নি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৭,৯০৬টি খানার মধ্যে ৪,৬২৪টি খানা (৫৮.৫%) পল্লি এবং ৩,২৮২টি খানা (৪১.৫%) নগর এলাকায় অবস্থিত।

৫. প্রশ্ন: জরিপে তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় অনুসরণ করা হয়েছে?

উত্তর: দেশের ৬৪টি জেলায় ১৩টি তথ্য সংগ্রহকারী দলের মাধ্যমে এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি দলে একজন তত্ত্বাবধায়ক ও ছয়জন তথ্য সংগ্রহকারী ছিলেন। তথ্য সংগ্রহকারী দলগুলোকে চার দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জরিপের সময় প্রতিটি দলের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের গবেষকরা নিয়োজিত ছিলেন। তথ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা পূরণকৃত প্রশ্নপত্র যথাযথভাবে সরেজমিনে ব্যাক চেক ও স্পট চেক করেন। এছাড়াও জরিপের বৈজ্ঞানিক মান, জরিপ পদ্ধতি, প্রশ্নমালা তৈরি ও বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পরিসংখ্যান ও জরিপ সংক্রান্ত গবেষণায় ছয়জন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম টিআইবির গবেষণা বিভাগকে সার্বিকভাবে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন।

৬. প্রশ্ন: জরিপে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান কিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর: এই জরিপ সম্পূর্ণভাবেই টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। জরিপের সময় তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিটি দলের প্রশ্নপত্র পূরণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র স্থায়ী গবেষণা দলের একজন করে গবেষক নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়করা নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করে। টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাছাই করে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ২৯.২% বিভিন্নভাবে যাচাই করেন (অ্যাকম্পানি চেক ৩৩.৭%, ব্যাক চেক ৩৩.৬%, স্পট চেক ২৯.৭%, টেলিফোন চেক ৫.১%)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপ্রত্রে ঠিক করা হয়। পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ১০০% সম্পাদনা করা হয় এবং এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেজ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত যাচাই এবং খাত-ভিত্তিক ১০-৩০% প্রশ্নপত্র যাচাই করা হয়।

জরিপের প্রাক্কলনসমূহের সত্যতা (Validity) ও নির্ভরযোগ্যতার (Reliability) মাধ্যমে জরিপে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত হয়েছে বলা যায়। সত্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই জরিপটি বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগের ৬৪টি জেলায় বিস্তৃত এবং পল্লী ও নগর এলাকার জনসংখ্যাকে যথার্থভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে নির্ভরযোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে জরিপের প্রধান প্রাক্কলনসমূহের Relative Standard Error (RSE) গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। জরিপকালে সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার প্রাক্কলিত হারের RSE হচ্ছে ৩.১% বা এবং সার্বিকভাবে ঘুষ দেওয়া খানার হারের RSE হচ্ছে ৩.৯%। অন্যভাবে বলা যায়, জরিপ কালে সার্বিকভাবে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার প্রাক্কলিত হারের Margin of Error হচ্ছে ± ৪ এবং সার্বিকভাবে ঘুষ দেওয়া খানার হারের Margin of Error হচ্ছে ± ৪.২।

৭. প্রশ্ন: জরিপে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কারা কাজ করেছেন?

উত্তর: জরিপে ছয়জন বিশেষজ্ঞ সার্বিকভাবে সহায়তা করেন:

- অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক ড. এম কবির, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক সালাহউদ্দীন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়ব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
- অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব, *পেন-স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র*

[২] পূর্বের জরিপ হতে প্রাপ্ত SE বর্তমান গবেষণায় Margin of error হিসেবে ধরা হয়।

৮. প্রশ্নঃ 'দুর্নীতির ধারণা সূচক' (Corruption Perceptions Index - CPI) এবং 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ'-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) সরকারি খাত ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে প্রতিবছর দুর্নীতির ধারণা সূচক তৈরি করে, যার মাধ্যমে দুর্নীতির ধারণার মাপকাঠিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এই সূচকে ০-১০০ এর একটি স্কেল ব্যবহার করা হয় - যত কম স্কোর তত বেশি দুর্নীতির ব্যাপকতা আর যত বেশি স্কোর তত কম দুর্নীতি। এটি একটি 'জরিপের ওপর জরিপ' যার জন্য প্রতিবছর বিশ্বের দশ থেকে ১৫টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন জরিপ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ২০১২ সালের এই সূচকে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৬, এবং তালিকার নিম্নক্রম অনুসারে ১৭৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ত্রয়োদশ। উল্লেখ্য, এই জরিপে টিআইবি বা টিআই-এর অন্য কোনো চ্যাপ্টারের কোনো তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয় না।

অন্যদিকে সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত একটি জরিপ, যার মধ্যে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে কী ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। দুর্নীতির ধারণা সূচক বা CPI এর সাথে খানা জরিপের অন্যতম একটি মূল পার্থক্য হল এই যে প্রথমটি ধারণা বা perception ভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতা বা experience ভিত্তিক। আরেকটি মূল পার্থক্য এই যে CPI হল একটি দেশের সরকারী খাত ও প্রশাসন সম্পর্কে দুর্নীতির ধারণা। পক্ষান্তরে খানা জরিপ কোন কোন খাতে প্রধানত সরকারী সেবায় (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন শৃঙ্খলা, বিচার, ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, কৃষি, ব্যাংকিং, কর ও শুল্ক ইত্যাদি) আবার কোন কোন খাতে প্রধানতঃ বেসরকারী সেবায় (যেমন এনজিও, বীমা, অভিবাসন ইত্যাদি) দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ।

৯. প্রশ্নঃ টিআইবি এ পর্যন্ত কতটি দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে?

উত্তরঃ টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ছয়টি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে।

১০. প্রশ্নঃ এই জরিপের উদ্দেশ্য কী?

উত্তরঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১১. প্রশ্নঃ এই জরিপে দুর্নীতিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

উত্তরঃ এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জণগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্ত বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।

১২. প্রশ্নঃ এই জরিপে সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতের কী কী ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়েছে?

উত্তরঃ এ জরিপে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শুধু জনগণকে প্রদত্ত সরাসরি সেবার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনিয়মকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই ধরণের দুর্নীতি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র দুর্নীতি (petty corruption) হিসেবে অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে এ জরিপে নীতি নির্ধারণী পর্যায় বিশেষ করে জাতীয় পর্যায়ের বৃহদাকার দুর্নীতি যেমন সরকারি ক্রয়, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতের দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ও অন্যান্য সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত দুর্নীতি ও অনিয়মকে চিহ্নিত করা হয়নি।

১৩. প্রশ্ন: টিআইবি কেন সেবা খাতে দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করে?

উত্তর: দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে টিআইবি কাজ করে যাচ্ছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য ও তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে সুপারিশ করা বা আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য অ্যাডভোকেসি করাও এই জরিপের উদ্দেশ্য।

১৪. প্রশ্ন: এই জরিপে কেন দুর্নীতির প্রভাব এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা বা প্রতিষ্ঠান ও খাত-ভিত্তিক ইতিবাচক পদক্ষেপের মূল্যায়ন করা হয়নি?

উত্তর: সকল গবেষণা বা জরিপের ন্যায় এই এই জরিপেরও কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও পরিধি নির্ধারিত, যার বাইরে যুক্তিযুক্ত নয় বলে কোনো মূল্যায়ন বা মন্তব্য সংগত কারণেই করা হয়নি। যেহেতু এটি সেবাগ্রহীতাদের ওপর একটি অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক জরিপ এবং এ জরিপের উদ্দেশ্য ও পরিধি বাংলাদেশের খানাগুলো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যেসব দুর্নীতির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা, সেহেতু এর আওতার বাইরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ খাতের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও ইতিবাচক কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। উল্লেখ্য, টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণা বিশেষ করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডায়াগনস্টিক গবেষণাগুলোতে দুর্নীতির প্রভাব ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা ও ইতিবাচক পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়, এবং তার ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসি করা হয়।

১৫. প্রশ্ন: এই জরিপের তথ্য কোন সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে?

উত্তর: ২০১২ সালের ১৫ মে থেকে ৪ জুলাই এই খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১৬. প্রশ্ন: এ জরিপটি কি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়?

উত্তর: না। এ গবেষণাটি জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত খানা পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। গণমাধ্যম বা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপে স্থান পায় না।

১৭. প্রশ্ন: টিআইবি'র কোনো জরিপ বা গবেষণা সরকারের বা অন্য কারও উদ্যোগকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার জন্য করা হয় কি? অথবা এতে কোনো পক্ষপাতিত্ব আছে কি?

উত্তর: না। টিআইবি'র সব জরিপ বা গবেষণার উদ্দেশ্য একান্তই তথ্যনির্ভর ও সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে নির্মোহভাবে বাস্তবতাকে তুলে ধরা। টিআইবি'র কাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে - সরকার বা তার অভ্যন্তরে বা বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। টিআইবি'র উদ্দেশ্য সরকার ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার, যাদের অঙ্গীকার ও প্রত্যাশা দুর্নীতি দূর করা, তাদের হাতকে শক্তিশালী করা এবং তার মাধ্যমে পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা।

১৮. প্রশ্ন: এই জরিপে কি কি খাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? কি হিসেবে এই সকল সুনির্দিষ্ট খাত বাছাই করা হল?

উত্তর: এই জরিপে ১৩টি সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব খাত মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বীমা, কর ও শুল্ক, শ্রম অভিবাসন এবং এনজিও।

১৯. প্রশ্ন: শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাত্র ৩.২%। এর ভিত্তিতে কীভাবে দুর্নীতির ক্ষেত্রে অন্য ১২টি খাতের তুলনায় শীর্ষস্থান পেল?

উত্তর: শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাত্র ৩.২% হলেও এটি পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিশ্লেষণ করার জন্য যথেষ্ট। এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা অনুসরণ করে দেখা যায় এ খাতে সেবাগ্রহীতাদের ৭৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যা অন্যান্য খাতে সেবাগ্রহীতাদের তুলনায় বেশি। জরিপটি যথাযথভাবে দৈবচয়নের ভিত্তিতে করা হয়েছে বলে এই হার জাতীয় পর্যায়ের বাস্তবতাকেও উপস্থাপন করে।

২০. প্রশ্ন: অন্যান্য খাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: অন্যান্য প্রকৃতপক্ষে কোন খাত নয়। সেবা গ্রহণের তথ্য দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা তথ্যদাতারা একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম বা উপখাত উলে-খ করেছেন (যেমন ওয়াসা বা এমএলএম, পেনশন, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত

সেবা, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে, ওয়াসা, বিআরটিএ ইত্যাদি) । প্রতিষ্ঠান বা উপখাতের ধরণের স্বল্পতার কথা বিবেচন করে এগুলোকে আলাদা খাত হিসেবে গণ্য না করে একত্রে "অন্যান্য" হিসেবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

২১. প্রশ্নঃ শ্রম অভিবাসন সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা সার্বিকভাবে মাত্র ৩.২% । এর ভিত্তিতে কি করে তাদের দুর্নীতির শিকার হওয়া অপরাপর ১২ টি খাতের তুলনায় শীর্ষস্থান পেল?

উত্তরঃ টিআইবির খানা জরিপে দৈবচয়ন ভিত্তিতে নমুনায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল প্রায় সাড়ে সাত হাজার খানার দুর্নীতির অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩.২% শতাংশ খানা অভিবাসন খাতে সেবা নিয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে মোট খানার সংখ্যা ৩.১৮ কোটি হিসেবে প্রাক্কলন করে বলা যায় এই হিসেবে অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহীতা খানার সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। BMET প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১১ সনে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ; উলে-খ্য BMET-র পরিসংখ্যানের আওতার বাইরেও বিভিন্ন পদ্ধতিতে অভিবাসন গ্রহণকারী রয়েছেন যারা এই ৬ লক্ষের অন্ড়র্ভূক্ত নন।

২২. প্রশ্নঃ জরিপের ফলাফলে দেখা যায় বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির হার কমেছে কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত CPI অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্নীতির সূচকে পিছিয়ে গেছে। এটি কিভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য?

উত্তরঃ আমরা আগেই বলেছি CPI সরকারী খাত ও প্রশাসনে দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণা ভিত্তিক। এক্ষেত্রে যে সকল তথ্য ব্যবহার করা হয় সেগুলো বড় ধরণের দুর্নীতি বিষয়ে ধারণা দেয়। এছাড়া আইনের শাসন বিষয়ক ধারণাo (Rule of Law Index) এতে অন্ড়র্ভূক্ত হয়। পক্ষান্ড়রে খানা জরিপ সেবা গ্রহণ পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী খাতে ক্ষুদ্র দুর্নীতি বিষয়ে বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরে । টিআইবির জরিপ কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতীয়-আন্ড়র্জাতিক বিে ষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে। খানা পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিশে-ষণে দেখা যায় ২০১০ সনের তুলনায় অধিকাংশ খাতেই দুর্নীতি কমেছে। সেবা গ্রহন পর্যায়ে ক্ষুদ্র দুর্নীতির এই হ্রাসের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে যেসকল বিষয়গুলো কাজ করে থাকতে পারে তার মধ্যে রয়েছে যেমন জনগণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, কোনো কোনো সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ, কোনো কোনো স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং সর্বোপরি নাগরিক সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সক্রিয় প্রচারণার ফলে সার্বিকভাবে জনসচেতনতা ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান গ্রহণের সুযোগ, তথ্য প্রবাহ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কম্যুনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ।

২৩. প্রশ্নঃ বর্তমান সরকারকে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে?

উত্তরঃ কাউকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্যে বা পরাজিত করবার জন্যে টি আইবি তার গবেষণা কার্য্রকম পরিচালনা করে না। টি আইবি তার গবেষণা ভিত্তিক তথ্যের আলোকে নীতি-নির্ধারণী এডভোকেসী কার্যক্রম চালিয়ে এদেশে গণতান্ত্রিক, জবাদিহিমূলক, ও স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে চায়। আমরা আগেই বলেছি দুর্নীতির হার ২০১০ সনের তুলনায় কম পাওয়া গেছে বলে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। লক্ষণীয় যে, সুশাসন ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা এখনো সবচেয়ে বেশি। তাই ব্যষ্টিক পর্যায়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাসের প্রবণতাকে এগিয়ে নিতে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে সার্বিকভাবে দুর্নীতি হ্রাসের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিশেষ করে বড় ধরনের দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণে যেরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

২৪. প্রশ্নঃ আপনাদের জরিপের ফলাফল অনুযায়ী প্রায় ৩৫ % উত্তরদাতা নারী। তারা কি পূর্ণ তথ্য দিতে সক্ষম ছিলেন?

উত্তরঃ প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন এর মধ্যে ১০ % নারী খানা প্রধান। সুতরাং এ হিসেবে তথ্য দেবার জন্যে তারাই প্রথম নির্বাচিত হয়েছেন। বাকী ২৫ শতাংশের ক্ষেত্রে একমাত্র তখনই তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে যখন খানা প্রধানের পরিবর্তে তারা তথ্য প্রদানের ক্ষমতা রাখেন একথা খানার অন্য সদস্যরা নিশ্চিত করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে খানা প্রধান হিসেবে যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গণ্য হন তার চেয়ে অন্য সদস্য বেশী তথ্য রাখেন।